



আধাসরকারি পত্র নং- ২৪

প্রিয় মুস্ত জনগোষ্ঠী,
৩৭ল/৮৫ ও গেটেনেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়ে এই স্বেচ্ছামূলক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানটি সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় পেনশনারদের টিকিংসাসেবাসহ বিভিন্ন মৌলিক প্রয়োজনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ধারাবাহিকতায় ক্ষুধামুক্ত-দারিদ্র্যমুক্ত অসম্প্রাদায়িক বাংলাদেশ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠি ও আশ্রয়হীনদের জন্য 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে গৃহ ও খাস জমি প্রদান করেন। নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার, মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব পরিম্বলে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ স্বল্পন্মত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পর্দাপণ এবং অতিশীঘ্রই স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করবে।

পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু ট্যানেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসসহ সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং 'ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' সারা দেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দেশ ও জাতির ভাগ্যেন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদানের ফলস্বরূপ জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ', আইসিটি টেকসই উন্নয়ন, প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন ও 'এজেন্ট অব চেঙ্গ ও গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ' ইত্যাদি পুরস্কার ও উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

২০১৭ সনে মায়ানমার সেনাবাহিনীর সদস্যদের নির্মম নির্যাতন ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের মুখে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়। নারী-শিশুসহ দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় ও অন্নের ব্যবস্থা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও 'মাদার অফ হিউম্যানিটি' উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা, দেশ ও ব্যক্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্ব মানবতার বিবেক ও বিশ্ব মানবতার আলোকবর্তিকা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২০২০-২০২১ এর ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে সারা বিশ্ব যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও চরম ঝুঁকির সম্মুখীন, তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় দূরদর্শী প্রজ্ঞার পরিচয় দেন।

দেশে যে কোন দুর্যোগের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসহায় দৃঢ় জনগোষ্ঠির পাশে দাঁড়ান ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এই অসহায়, দৃঢ় জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশ সরকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী (যার প্রায় ৮০% তার ও ৪০% শ্রেণির কর্মচারী)। বিগত ২৫ জুন সংসদে বাজেট অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

-২-

তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সরকারী কর্মচারীদের ৫% প্রগোদনার নির্দেশনা দেন। এই প্রগোদনায় পেশনারদের অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারের দৃষ্টিতে আনা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেনশনারদেরও এই প্রগোদনার অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়া ইতোপূর্বে শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের অবসরের ১৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পেনশন পুনঃস্থাপন করেন। এই মহানুভবতার জন্য পেনশনারগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পেনশনারদের দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতেও তাঁদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহ বজায় থাকবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবীণ, নারী, শিশুসহ পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই উন্নয়ন কর্মকালে একনিষ্ঠ সহযোগিতা করেছে আজকের প্রবীণ/ '৭১ টগবগে তরঙ্গ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীগণ।

সারাদেশ থেকে আগত পেনশনার প্রতিনিধিগণ তাঁদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একনজর দেখা এবং দিকনির্দেশনা জানার জন্য ব্যাকুলভাবে আগ্রহী। এই আবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সান্তুষ্ট অনুমতি পাওয়া গেলে আগামী ২০২৩ এর অক্টোবর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুবিধামত তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করে এই পেনশনারস সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। উল্লিখিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি ও অনুষ্ঠান আয়োজনে আপনার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্ত,

জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

আন্তরিকভাবে আপনার

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি



বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

আধাসরকারি পত্র নং- ২৬ (৩)

প্রিয় ক্লিনিচ শার্ট মন্ত্রণ জালান্ট ও মেডিসিন।

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি বেচাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। এ সমিতি পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সমত দাবি দাওয়া আদায়ে অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধক্যের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আপনার ঐকান্তিক সহযোগিতায় সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় পেনশনারগণকেও ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে “বিশেষ সুবিধা” (প্রণোদনা) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সদাশয় সরকারের এই মহানুভবতার জন্য অসহায় দুষ্ট পেনশনারদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

তারিখ : ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১০ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

০২। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের বেতনভাতার সমতা আনয়ন, মানবিক র্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে জাতীয় বেতন ক্ষেল চালু করেন। বর্তমান সরকার ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন ক্ষেলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যাপক বেতন বৃদ্ধিসহ পেনশনারদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছেন। তবে ২০১৫ সালের বেতন ক্ষেল কার্যকর হওয়ার পর ২০০৫ সালের বেতন ক্ষেলে যারা অবসরে গিয়েছেন তাদের নীট পেনশন তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন বেতন-ভাতা কার্যকর হওয়ার তারিখের পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবীদের মধ্যে যারা যত পুরোনো পেনশন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা তত বেশি বর্ধিত হয়েছেন এবং বিশাল পেনশন বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৫ সালের পর অবসরে যাওয়া একজন ৪৮ শ্রেণির কর্মচারি পেনশন পান নুন্যতম ৯,৮১০/- টাকা অথচ ২০০৫ সালে অবসরে যাওয়া একজন ৪৮ শ্রেণির কর্মচারি পেনশন পান ২,১৬৪/- টাকা। ২০১৫ সালের পর অবসরে যাওয়া একজন সচিব পেনশন পান নুন্যতম ৩৫,১০০/- টাকা অথচ ২০০৫ সালে অবসরে যাওয়া একজন সচিব পেনশন পান ৯,২০০/- টাকা। ২০০৫ সালের বেতন ক্ষেলে অবসর যাওয়া একজন পেনশনার থেকে ২০১৫ সালের বেতন ক্ষেলে অবসর যাওয়া একজন পেনশনার একই পদে থেকে অবসর যাওয়া সত্ত্বেও একচতুর্থাংশ পেনশন পাচ্ছে। যা শুধু সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে নয় সংবিধানেরও পরিপূরক। এ সমস্যা নিরসনে ২০১৫ সালের পূর্বে অবসরে গমনকারীদের ক্রয়ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা ও সম্মানজনক জীবন-যাপনের লক্ষ্যে তাদের নীট পেনশনের পরিমাণ ২০১৫ সালের বেতন ক্ষেলে তার সমপদ/গ্রেড হতে অবসরপ্রাপ্তদের পেনশনের সমান হারে নির্ধারণ করা অর্থাৎ “এক পদ এক পেনশন” প্রথা চালু করা প্রয়োজন।

০৩। সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে ০১.০৭.১৯৯৪ তারিখ হতে ৩০.০৬.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বেসামরিক, সামরিক ও রেলওয়ে বিভাগের প্রায় ১.০৭ লক্ষ কর্মচারি শতভাগ পেনশন সমর্পণ করেন। যে সমস্ত পেনশনার শতভাগ পেনশন সমর্পণ করে একবারে সমুদয় অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা পরবর্তীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক দুরাবস্থায় নিপত্তি হয়েছে। তাঁদের এহেন পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিবেচনা করে যাদের পেনশন সময় ১৫ বছর অতিক্রম হয়েছে তাঁদের পেনশন পুনঃস্থাপন করেছেন। এ মহত্ব সিদ্ধান্তে এ পর্যন্ত ৩০/৩২ হাজার পেনশনার তাঁদের পেনশন পুনঃস্থাপনের সুযোগ পেয়েছে। অবসর নেয়ার পর পেনশনারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৫ বছর আয়ু পান না। অতএব শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের পুনঃস্থাপিত পেনশন প্রাপ্তির সময়কাল ১৫ বছর হতে কমিয়ে ৮ বছর বিবেচনার করার জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।



বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

-২-

০৪। বর্তমানে দেশে ৭.৫ (সাড়ে সাত) লক্ষ পেনশনারগণের ৮০ ভাগই তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী। তার মধ্যে বেশীর ভাগেই বয়স ৬৫ বছরের উর্দ্ধে। তারা তাদের বার্ধক্য, আর্থিক দুরাহ্ন কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ সকল জটিল ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য সদাশয় সরকার মাসিক চিকিৎসার ভাতা ২৫০০/- টাকায় বৃদ্ধি করেছে। পেনশনভোগীদের বর্তমান আর্থিক অস্থচ্ছলতা, ব্যয়বহুল চিকিৎসা এবং দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বর্গতির কারণে তারা অনেকেই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করছেন। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বর্গতি, পেনশনভোগীদের বর্তমান আর্থিক অস্থচ্ছলতা এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসার কথা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে তাদের মাসিক চিকিৎসা ভাতার হার ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত ৩০০০/- টাকা, ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত ৫,০০০/- টাকা, ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত ৭৫০০/- টাকা এবং ৮০ বছর উর্ধ্বর্গতের মাসিক ১০,০০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন।

০৫। এমতাবস্থায় দেশের ৭.৫ (সাড়ে সাত) লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক পেনশনার ও তাদের পোষ্যদের নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানে আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করছি।

- (১) ২০০৫ সালের ক্ষেত্রে অবসর গমনকারী পেনশনারদের ২০১৫ সালের বেতন ক্ষেত্রে পেনশন নির্ধারণ করা অর্থাৎ “এক পদ এক পেনশন” চালু করা;
- (২) শতভাগ পেনশন সমর্পন কারীদের আর্থিক দুরবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিবেচনা করে পুনঃস্থাপিত পেনশন প্রাপ্তির সময়কালে ১৫ বছর হতে কমিয়ে ৮ বছর করা;
- (৩) পেনশনার্থাত্তাদের চিকিৎসাভাতা বয়সভিত্তিক বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- টাকা হতে ১০,০০০/- টাকা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

০৬। পেনশনারদের বিরাট সংখ্যা মুক্তিযোদ্ধা। এই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দাবীগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট যথাযথভাবে উত্থাপন করা হলে জাতির জননী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মানবদরদী ও গরীবের বন্ধু নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিবেন। অতএব, উক্ত দাবীগুলো সদাশয় সরকারের গোচরে এনে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

শেখনাব- ঝুঁক্যান্দু ও কর্মবৈধনে গোব্রা খ্যাল্পু কামনা কর্তৃ,

জনাব ফাতিমা ইয়াসমিন
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

আন্তরিকভাবে আপনার

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

অবসর ভবন

৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

ফোন : ২২২২৪০১৯০, ২২২২৪০১৮৯, ৮৮১২২৯৮৭

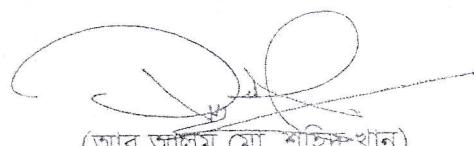
brgewa@gmail.com

নং-২১/২০২৩- ৬৬২(৭)

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গতকাল (২৫জুন, ২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বঙ্গভাষ্য অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য মূল বেতনের ৫% প্রগোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী এক জরুরী সভা আজ ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে দেশে ধার্য সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং ধার্য সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% তৃয় ও ৪ৰ্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জিসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিভূত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রগোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে এ প্রগোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। সমিতির সদস্যগণ মনে করেন- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রগোদনা সুবিধাটি সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী পেনশনারদের প্রতি সমতাবে প্রযোজ্য না হলে পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা সংবিধান প্রতিশ্রুত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রগোদনা সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়। এই সুবিধা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিনোদ অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।


(আবু জানাম মেডিসিন্স শহিদ খান)
মহাসচিব



বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

আধাসরকারি পত্র নং- ২০ (৬)

প্রিয় মন্ত্রী এন্ডেন্স,

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ।

তারিখ : ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সমগ্র দেশ-ভিত্তিক একটি বেচ্ছাসেবী কল্যাণবৰ্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এই সমিতি পেনশনারদের দৃদ্ধশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আর অন্যদিকে বৃদ্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্দ্ধেকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমাজসেবা অধিদণ্ডের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দুটি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে অত্র সমিতি অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে আসছে।

২। গতকাল (২৫ জুন, ২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউকেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫% প্রগোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় আর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারীদের মধ্যে ৮০% ও ৪০% শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জিসহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার ফেরিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রগোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অন্য ২৬/০৬/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রগোদনার আওতায় আনা বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কংক্লে গত ২৮/০৫/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত এক আরো সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ দৃঢ়ীকরণের জন্য আপনার দ্ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রগোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের গ্রান্তি সম্ভাবনে প্রযোজ্য না হলে পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা সামাজিক সাম্যতা ও ন্যায় বিচারের সাথে সামাজিক্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫% প্রগোদনা সুবিধাটি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনোদ অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রদ্বাটে,

জনাব এম. এ. মানুন, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

আন্তরিকভাবে আপনার

২৪/০৬/২০২৩
(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি



বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

আধাসরকারি পত্র নং- ২০ (৬)

প্লাট নং ১৩৩৭৮,

সমন্বয় ৭৩৩৮।

তারিখ : ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সমগ্র দেশ-ভিত্তিক একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এই সমিতি পেনশনারদের দূর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সম্মত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য আর অন্যদিকে বৃষ্টি চিকিৎসা সেবা ও বার্দ্ধেকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমাজসেবা অধিদণ্ডের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দুটি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সম্মত দাবি দাওয়া আদায়ে অন্ত সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

২। গতকাল (২৫শুন, ২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যায়িতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রগোদ্ধনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারির রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% তথ্য ও ৪৫% শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জিসহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপরিটুকু ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রগোদ্ধনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অদা ২৬/০৬/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রগোদ্ধনা আওতায় আনার বিষয়ে নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৮/০৫/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত এক আরো সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ দৃঢ়ীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রগোদ্ধনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সম্ভাবে প্রযোজ্য বা হলে পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা সামাজিক সম্যতা ও ন্যায় বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বৃগত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রগোদ্ধনা সুবিধাটি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শংস্কারে,

আ হ ম মুক্তফাল কামাল, এফসিএ, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়।

আন্তরিকভাবে আপনার

২৬/০৬/২০২৩
(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি



বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

তারিখ : ১২ আগস্ট, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আধাসরকারি পত্র নং- ২০(৩)

প্রিয় স্মি: মিচি,
২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সমগ্র দেশ-ভিত্তিক একটি প্রেছাসেবী কল্যাণবৰ্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এই সমিতি পেনশনারদের দুর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সন্দত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আর অন্যদিকে বর্ণিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধক্যের আনুষাঙ্গিক চাহিদার থ্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দুটি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনস্থলক কার্যালয়ী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সন্দত দাবি দাওয়া আদায়ে অক্ষ সমিতি অগ্রী ভূমিকা পালন করে আসছে।

২। গতকাল (২৫জুন, ২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারী কর্মচারীদের জন্য ৫% প্রযোদন প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জনিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারী কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারীদের মধ্যে ৮০% তার ও ৪৮ শ্ৰেণিৰ কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চৰম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে এবং তাদের ৯০% চৰম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীকে উপরিউভ্যে ঘোষণার প্রেক্ষিতে সরকারের এন ডি জিসহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এনিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিউভ্যে ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন হান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রযোদনার প্রযোধ্যা প্রাপ্তিৰ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অন্য ২৬/০৬/২০২৩ তারিখ সমিতিৰ নিশ্চিত কৰার প্রয়োজনীয় সময় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারী কর্মচারীকে এ প্রযোদনার আওতায় আনাৰ বিষয় কাৰ্যালয়ী কমিটিৰ এক জৱাব্দী সম্ভূত হয়েছে। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারী কর্মচারীকে এ প্রযোদনার সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বর্তন মহলে যোগাযোগ কৰার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কৱে গত ২৮/০৫/২০২৩ তারিখে আপনার আনুকূলে প্রেরিত এক আধা সরকারী পত্রে মাধ্যমে পেনশনতোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যাসমূহ দ্বৰীকৰণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কাগজ কৰা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রযোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমতাৰে প্রযোজ্য না হলে পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপৰিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা সামাজিক সাম্পত্তি ও ন্যায় বিচারের সাথে সামাজিকপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারী কর্মচারীদের জন্য ৫% প্রযোদনা সুবিধাটি অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের প্রদানের প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনোত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে

জনাব ফরিদুল্লাহ ইয়াসমিন
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

আন্তরিকভাবে আপনার

২৬/০৬/২০২৬
(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি



আধাসরকারি পত্র নং-২০(৭)
প্রয়োজনীয় মতেৱেদন,

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

তারিখ : ১৭ আগস্ট, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি ষষ্ঠানবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠা যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এ সমিতি পেনশনারদের দৃদ্ধশা নিরামণ ও তাদের পোষ্যদের সর্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। “বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি” নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠান এবং পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে এ সমিতি অত্যন্ত ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উন্নত জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বৈধিক চিকিৎসা সেবা ও বার্ধক্যের আনুষঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগীতা করে আসছে।

২। গত ২৫শুন্ডি, ২০২৩ জানুয়ারি সংসদে ২০২৩-২৪ অধিবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যক্ষেত্রের হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রগোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি রয়েছেন; অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% তাঁর ও ৪০% শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক বৃক্ষিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে বৃক্ষিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস.ডি.জি. (SDG) নথি অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিউক্ত ধোধণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন ছান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণে সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রদোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে গত ২৬/০৬/২০২৩ ও অদ্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দুটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রগোদনা সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রগোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বর্তন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, সরকারি কর্মচারিদের জন্য প্রবর্তিত সর্বশেষ জাতীয় বেতন কেল ২০১৫ (এস.আর.ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫) এর ১০ নং অনুচ্ছেদে সরকার অবসরভোগীদের মাসিক নীট পেনশন বৃদ্ধি, ১১ নং অনুচ্ছেদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ১৫ নং অনুচ্ছেদে ৬৫ বছরের উর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা মাসিক ২৫০০/- টাকা নির্ধারণ, ১৬ নং অনুচ্ছেদে পেনশনভোগীগণকে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা চাকুরীত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় প্রদান করে আসছেন।

৪। আপনি আরো জানেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে গত ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ দূরীকরণের জন্য আপনার প্রতিশ্রুত সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রগোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সম্ভাব্য অন্যোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা সংবিধান প্রতিশ্রুত সাম্য, মানবিক যৰ্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সামাজিস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৫। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫% প্রগোদনা সুবিধাটি চাকুরীত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদেরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শংক্রান্ত ছুলালালে,

আন্তরিকভাবে আপনার

১/৭/২০২৬
(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)

সভাপতি

জনাব এম. এ. মাঝান, এম্পিএ
মাননীয় মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়





আধাসরকারি পত্র নং- ২০(৬)

**বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক
সভাপতি**

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

তারিখ : ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

শ্রী শিখু সি: সচিত,

স্মারক বিশ্বে !

আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সমগ্র দেশ-ভিত্তিক একটি বেঙ্গাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এই সমিতি পেনশনারদের দুর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সংত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আর অন্যদিকে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধক্যের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমাজসেবা অধিদণ্ডের সংবেদনশীল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমাজসেবা অধিদণ্ডের নিরবন্ধন প্রহরণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দুটি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সংত দাবি দাওয়া আদায়ে অর্থ সমিতি অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে আসছে।

২। গতকাল (২৫জুন, ২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন-ৱাশিঞ্চা যুক্তের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যায়িতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীর এবং প্রায় সাড়ে অর্থক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারির রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারীদের মধ্যে ৮০% ওয়েব ও ৪০% মেগাপিলাই কর্মচারি সরকারের আর্থিক বুকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে এবং তাদের ১০% চরম আর্থিক বুকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে বুকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জিসহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে সেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত শতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আদ্য ২৬/০৬/২০২৩ তারিখ সমিতির কর্তৃপক্ষকে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় কার্যনির্বাহী কঠিনের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজন হলে পেনশনারদের প্রতি বৈধম্যতা আরো অধিকপরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা সামাজিক সাম্পত্তি ও ম্যানেজিমেন্ট সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে অতীয়মান হবে না।

৩। আপনি আরো আছেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন স্থানে সুবিধা বৃদ্ধি করে গত ২৮/০৫/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত এক আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ দৃঢ়ীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমস্তাবে প্রযোজ্য না হলে পেনশনারদের প্রতি বৈধম্যতা আরো অধিকপরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা সামাজিক সাম্পত্তি ও ম্যানেজিমেন্ট সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে অতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রেক্ষাপট

জনপ্রকাশন প্রয়োজনীয় সমিতি
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকারী পত্রিকা, ঢাকা।

আন্তরিকভাবে আপনার

Nuruzzaman ২৩/০৬/২০২৬

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)

সভাপতি



আধাসরকারি পত্র নং-২০ (৭)

প্রিম ঘোষণা,

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

তারিখ : ১৭ আগস্ট, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০১ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি বেছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠা যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এ সমিতি পেনশনারদের দুর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষাদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। “বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি” নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন হৃষদপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দুটি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত সরকার কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে এ সমিতি অঞ্জনী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংরূপিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধক্যকের আনুষঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগীতা করে আসছে।

২। গত ২৫জুন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বঙ্গুরায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রাশিয়া যুক্তের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যফীতির হার বাড়ায় সরকার কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রগোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, নর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারী কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকার কর্মচারির রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ত্রয় ও ৪৮% প্রেগির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক বুকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকার কর্মচারিকে বুকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জি (SDG) সহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে নেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকার কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রগোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে গত ২৬/০৬/২০২৩ ও অদ্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দুটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকার কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রগোদনা সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকার কর্মচারিকে এ প্রগোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, সরকার কর্মচারিদের জন্য প্রবর্তিত সর্বশেষ জাতীয় বেতন ক্ষেত্র ২০১৫ (এস.আর.ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫) এর ১০ নং অনুচ্ছেদে সরকার অবসরভোগীদের মাসিক মৌট পেনশন বৃদ্ধি, ১১ নং অনুচ্ছেদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ১৫ নং অনুচ্ছেদে ৩৫ বছরের টর্ন অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা মাসিক ২৫০০/- টাকা নির্ধারণ, ১৬ নং অনুচ্ছেদে পেনশনভোগীগণকে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা চাকুরীরত সরকার কর্মচারিদের ন্যায় প্রদান করে আসছেন।

৪। আপনি আরো জানেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত আধা সরকার পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমসাময়ুক্ত দূরীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা করান্বাক করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রগোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা সংবিধান প্রতিশ্রূত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সামাজিক্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৫। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫% প্রগোদনা সুবিধাটি চাকুরীরত সরকার কর্মচারিদের ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত সরকার কর্মচারিদের প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনোত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছাত্মক।

আন্তরিকভাবে আপনার

০১/০৭/২০২৬

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)

সভাপতি

জনাব মোহাম্মদ মেজিবুল উদ্দিন চৌধুরী

সিনিয়র সচিব

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

আধাসরকারি পত্র নং-২০(৭)

শ্রীম. ঠাকুর,

তারিখ : ১৭ আগস্ট, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি খেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠা যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এ সমিতি পেনশনারদের দুর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। "বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি" নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দুটি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে এ সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যকের আনুষঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সহায় সহযোগীতা করে যাচ্ছে।

২। গত ২৫জুন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বৃত্তায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়িয়ে সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রগোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% তার ও ৪০% শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি ডি (SDI) সহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিভূত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রগোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে গত ২৬/০৬/২০২৩ ও আদ্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দুটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রগোদনা সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রগোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বর্তন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, সরকারি কর্মচারিদের জন্য প্রবর্তিত সর্বশেষ জাতীয় বেতন ক্ষেত্র ২০১৫ (এস.আর.ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫) এর ১০ নং অনুচ্ছেদে সরকার অবসরভোগীদের মাসিক নৌট পেনশন বৃদ্ধি, ১১ নং অনুচ্ছেদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ১৫ নং অনুচ্ছেদে ৬৫ বছরের উর্বর অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা মাসিক ২৫০০/- টাকা নির্ধারণ, ১৬ নং অনুচ্ছেদে পেনশনভোগীগণকে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা চাকুরীরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় প্রদান করে আসছেন। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রগোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা সংবিধান প্রতিক্রিয়া সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সামাজিক পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫% প্রগোদনা সুবিধাটি চাকুরীরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদেরও প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনোদ অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার

শ্রীম. ঠাকুর,
১৭/৮/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)

সভাপতি



বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

তারিখ : ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

০১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আধিসরকারি পত্র নং৮৫০(৭)
প্রিয় শপ্টিনাম্বুর্য,

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি ষেচ্ছাসেবী কল্যাণগৰ্হী প্রতিষ্ঠা যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এ সমিতি পেনশনারদের দৃদৰ্শা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সারিক কল্যাগে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। “বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিদের চিকিৎসা নামে সমাজসেবা অধিনস্তরের নিবন্ধন প্রাইগ্রুপৰ্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে এ সমিতি অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিদের অবসর-উত্তর অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিদের অবসর-উত্তর অঞ্চলের সংকৃতিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বৃদ্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যকের আনুষঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগীতা করে যাচ্ছে।

২। গত ২৫জুন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বঙ্গুত্তায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যবানীতির হার বাড়ায় সরকারী কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জনিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাতে বার লক্ষ সরকারী কর্মচারি চাকুরিরত এবং প্রায় সাতে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাতে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% তরুণ ও ৪৮% সাতে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাতে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% তরুণ ও ৪৮% সাতে সাত লক্ষ কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক বৃক্ষিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিকে বৃক্ষিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জি (SDG) সহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিউক্ত খোমগার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন ছান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রক্রিয়া কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে গত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হয়। সভায় মাননীয় ২৬/০৬/২০২৩ ও অন্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির দু'টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় ২৬/০৬/২০২৩ ও অন্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির দু'টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় ২৬/০৬/২০২৩ ও অন্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির দু'টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় ২৬/০৬/২০২৩ ও অন্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির দু'টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, সরকারী কর্মচারিদের জন্য প্রবর্তিত সর্বশেষ জাতীয় বেতন ফেল ২০১৫ (এস.আর.ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫) এর ১০ নং অনুচ্ছেদে সরকারী অবসরভোগীদের মাসিক নৌট পেনশন বৃদ্ধি, ১১ নং অনুচ্ছেদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ১৫ নং অনুচ্ছেদে ৬৫ বছরের উর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি কর্তৃক প্রতি সমত্বে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ পেনশনারদের প্রতি সমত্বে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ পেনশনারদের প্রতি সমত্বে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ পেনশনারদের প্রতি সমত্বে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী।

৪। আপনি আরো জানেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন স্থায়োগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত অধি সরকারী পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাতে সাত লক্ষ সামাজিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারিদের সমস্যসমূহ দ্রৱ্যকরণের জন্য আপনার ক্ষতিগ্রস্ত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যোথীত প্রোদনা সুবিধাটি দ্রৱ্যকরণের জন্য আপনার ক্ষতিগ্রস্ত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যোথীত প্রোদনা সুবিধাটি দ্রৱ্যকরণের জন্য আপনার ক্ষতিগ্রস্ত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ পেনশনারদের প্রতি সমত্বে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ পেনশনারদের প্রতি সমত্বে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমাণ পেনশনারদের প্রতি সমত্বে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী।

৫। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫% প্রোদনা সুবিধাটি চাকুরিরত সরকারী কর্মচারিদের ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিদের প্রদানের অন্যান্য প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনোদ অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

চূল্পাণ্ডি

আন্তরিকভাবে আপনার

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক
১/৭/২০২৬

সভাপতি

জনাব ফরহাদ হোসেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শ্রেণী: আজিজুর রহমান তালিকাপত্র
সিনিয়র সহকারী সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার

সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব

টেলিফোন নং ০১২২২৪০১৪৪ +৮৮০১৯৪০১৬১৭১